সমকাল

তারিখ : 02 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

পিএসসিতে মফস্বল জেএসসিতে শহরের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

প্রাথমিক সমাপনীতে (পিএসসি) পাসের হারে চট্টগ্রামে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট

পরীক্ষায় (জেএসসি) ভালো করেছে শহরের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ফলে এমনটাই দেখা গেছে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এবার চট্টগ্রাম জেলায় গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ। কিন্তু চট্টগ্রাম জেলার ১৪ উপজেলার স্কুলগুলোতে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭১ শতাংশ। আবার জেএসসিতে বোর্ডে গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৮ হলেও উপজেলাগুলোতে পাসের হার ৮২ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

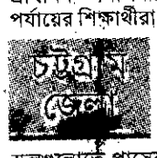

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন বলেন, পিএসসিতে শহরের তুলনায় মফস্বলের স্কুলগুলো ভালো করছে। মফস্বলের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা সচেতন হওয়ায় এমনটি সম্ভব হয়েছে।

এবারের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় চট্টগ্রাম-বোর্ডে পাশের হারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা। এখানে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬০ শতাংশ, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৮৪ জন। এ ছাড়া দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে রাউজান উপজেলা। এখানে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫০৪ জন। অন্যদিকে জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ ৫ বিবেচনায় ভালো ফল করা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রথম ১০টি স্কুলই মহানগরের।

উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষায় এমন ফলে অভিভাবকরা সন্তুষ্ট। কিন্তু নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে আরও উন্নতি প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। শিক্ষকরা বলছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে অভিভাবকরা যত্নশীল হওয়ায় মহানগর ও মফস্বলের ফলে তেমন পার্থক্য থাকে না; কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কিছু অভিভাবক তাদের শিশুদের শহরের ভালো স্কুলে ভর্তি করান। ফলে গ্রামের হাইস্কুলে ভালো শিক্ষার্থী থাকে না। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষে অভিভাবকদের মধ্যেও উদাসীনতা দেখা যায়। তাই মফস্বলে হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা ফলে পিছিয়ে থাকে। ঝরেপড়ে অনেক শিক্ষার্থী। উপজেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। অভিভাবকদের দাবি, মহানগর ও মফস্বলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ প্রায় অভিন্ন হলেও মফস্বলের হাইস্কুলে ভালো শিক্ষক থাকেন না। তাই গ্রামের শিক্ষার্থীরা সমাপনীতে ভালো ফল করলেও জেএসসিতে পিছিয়ে পড়ে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব ড. পীযূষ দত্ত সমকালকে বলেন, 'শহরের অভিভাবকদের মতো গ্রামের অভিভাবকরা তেমন সচেতন নন। তাছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরের শিক্ষকদের মানও ভালো। এ কারণে জেএসসিতে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়েছে।' অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. দৌলতুজ্জামান খান বলেন, 'শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রায় একই হওয়ায় নগরী ও জেলার প্রাথমিক পর্যায়ে ফল প্রায় অভিন্ন হয়। কিন্তু হাইস্কুলের সমীকরণ ভিন্ন।' প্রাথমিক শিক্ষার পর মফস্বলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সংখ্যাও বেশি বলে জানান তিনি।